প্রথম আলো

24 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

স্কুলব্যাগ যেন বোঝা না হয়

ইফতেখার হোসেন সিদ্দিকী

আমাদের দেশে শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় পাঁচ বছর থেকে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকালেই শিশুর সঙ্গে বিদ্যালয়-পরিবেশের পরিচিতি ঘটে। এখানে শিক্ষকের সাহচর্য, শ্রেণীর সহপাঠীদের সঙ্গে পরিচয় এবং খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুমনের নানা কৌতূহল ও ভীতি দূর হয়। প্রতিটি শিশুই অফুরন্ত সম্ভাবনাময়। তাদের প্রতিভার যথাযথ বিকাশের জন্য যেমন প্রয়োজন বাবা-মায়ের ভূমিকা, তেমনি প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের, যিনি সহজেই শিশুর মন-মেজাজ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। যাতে করে তারা শ্রেণীকক্ষে একটি আনন্দঘন পরিবেশে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিক স্তরে শিশুর শিক্ষা অর্জনের পথ যদি হয় মসৃণ তবে তা পরবর্তী শিক্ষাজীবনে শক্ত ভিত হিসেবে কাজ করে।

তবে আমাদের দেশে অনেক শিশুর বিদ্যা অর্জনের পথে রয়েছে নানারকম প্রতিবন্ধকতা। এর মধ্যে স্কুলব্যাগ অন্যতম। এটি এখন তাদের জন্য বোঝাস্বরূপ। এনসিটিবি কর্তৃক নির্দিষ্ট পাঠ্যবই, প্রয়োজনীয় উপকরণের বাইরেও অনেক ওজনের ডায়েরি, গাইডবই, অতিরিক্ত শিট (নতুন প্রবর্তিত), অতিরিক্ত খাতা ইত্যাদির চাপে মূলত ব্যাগের ওজন বেড়ে যায়, যার ভার শিশুদের প্রতিনিয়ত বইতে হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, এর ফলে শিশুরা দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ২০১৪ সালে সরকারের পক্ষ থেকে একটি পরিপত্র জারি করা হয়, যেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, শিশুরা যে ব্যাগ বহন করবে তার ওজন শিক্ষার্থীর ওজনের এক-দশমাংশের বেশি হবে না। সম্প্রতি আবার শিক্ষার্থীর ব্যাগে সরকার অনুমোদিত বই ও উপকরণ ছাড়া অন্যকিছু না দিতে সবাইকে সতর্ক করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। উদ্যোগটির যদি যথাযথ বাস্তবায়ন হয় তবে তা হবে শিশুদের জন্য স্বস্তিদায়ক। তবে এটির সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন অভিভাবক, শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যসহ সবার আন্তরিকতা ও সচেতনতা, সেই সঙ্গে কর্তৃপক্ষের যথাযথ মনিটরিং।

আজকের শিশুরাই আগামীর কর্ণধার। একটি প্রবাদবাক্য আছে— 'যতই পড়বে, ততই জানবে'। তবে এ প্রবাদ শিশু শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ শিশুরা প্রথমত শিখবে 'লার্নিং বাই ডুইং'-এর মাধ্যমে। আর প্রাথমিক স্তরে শিশুরা কতটুকু শিখবে বা জানবে, তা প্রাথমিক স্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবতা হল, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধিক মুনাফার আশায় শিশুর বয়স ও মননের কথা বিবেচনায় না নিয়ে অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে বিদ্যালয়গামী শিশুকে হতে হয় গলদঘর্ম।

শিশুরা যে শুধু স্কুল আওয়ারেই ব্যাগের বোঝা নিয়ে বিদ্যালয়ে থাকছে তা নয়, ক্লাস শুরুর আগে কিংবা কর্মঘণ্টা শেষে তাকে করতে হচ্ছে নানারকম কোচিং। সন্ধ্যার পর হয়তো বাসায় আসে গৃহশিক্ষক। উদ্দেশ্য একটাই— পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেতেই হবে। শিশুরা এভাবেই মুখস্থনির্ভর পড়ালেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা ভুলে যায় উন্মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলার কথা, ঘুরে বেড়ানোর কথা কিংবা চিত্তবিনোদনের কথা। ফলে শিশুরা হয়ে যায় আত্মকেন্দ্রিক। বলা যায়, শিশুর সামাজিকীকরণের ঘাটতি এখান থেকেই শুরু, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। একটি প্রজন্ম যদি সামাজিকীকরণের ঘাটতি নিয়ে সমাজে বড় হতে থাকে, তাহলে সেই সমাজের কাছ থেকে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা যায় কি?

ইফতেখার হোসেন সিদ্দিকী : *প্রাবন্ধিক*
iftekhar2311@gmail.com